[redacted]

[redacted]

প্রসঙ্গত শুক্রবার রাত পৌনে ৯টার দিকে ফতুল্লার তল্লা চামারবাড়ি বাইতুস সালাত জামে মসজিদে ছয়টি এসির বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৬ জন হয়েছে।

রোববার দিবাগত রাতে চিকিৎসাধীন মনির ফরাজি (৩০) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। যুগান্তরকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশ পরিদর্শক বাচ্চু মিয়া।

বাইতুস সালাত জামে মসজিদ থেকে দগ্ধ অবস্থায় যে ৩৭ জনকে বার্ন ইনস্টিটিউটে আনা হয়েছিল। শনিবার রাত পর্যন্ত তাদের মধ্যে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

এর পর রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত মারা যান জুলহাস উদ্দিন (৩০), শামীম হাসান (৪৫), মোহাম্মদ আলী মাস্টার (৫৫) ও আবুল বাশার মোল্লা (৫১)। তাদের নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৫ জন হয়।

রোববার রাতে মারা যান বরিশালের বাকেরগঞ্জের বারঘড়িয়া গ্রামের সোবাহান ফরাজীর ছেলে মনির ফরাজি (৩০)। ফলে মৃতের সংখ্যা ২৬ জনে দাঁড়িয়েছে।

মেহেরপুরে সড়কের জমি দখলের প্রতিযোগীতা!

মেহেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে কয়েক হাজার স্থাপনা। দোকানপাট, রেস্তোরা, ওয়ার্কসপসহ গড়ে উঠেছে বিভিন্ন বিপনীবিতান। এ যেন সরকারি জমি দখলের এক প্রতিযোগীতা। কোন কোন স্থাপনা মূল সড়কের উপরেই চলে এসেছে। স্থানীয় ক্ষমতাসিনদের খুশি করে চলছে এইসব দোকান পাট। শুধু দোকানপাটই না পুরানো গাড়ি, ইট, বালু, পাথরে সড়কের অধিকাংশ জমিই দখলে। সড়ক বিভাগ থেকে বার বার নোটিশ দেওয়া হলেও কর্ণপাত করেনা কেউই। অজানা কারণে সড়কের জমি দখলমুক্ত করার তেমন উদ্যোগও নেই সড়ক বিভাগের।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজের) কর্মকর্তাদের উদাসিনতার কারণেই বেদখল

প্রাদুর্ভাবে এই অভিযানটা পরিচালনা করা হয়নি। তবে নির্বাহী প্রকৌশলী সাহেবের সাথে আলোচনা করে আমরা অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

এ বিষয়ে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বলেন, প্রধান সড়কের পাশে যেসব জমি আছে সেগুলো জেলা পরিষদেও পক্ষ থেকেই দেখভাল করা হয়। সেখান থেকে নিয়মিত ভাড়া তোলা হয়। কোন অবৈধ স্থাপনা জেলা পরিষদের জায়গায় নেই।

মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন অসুস্থ

মেেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন হৃদ জনিত কারনে অসুস্থ হয়ে ঢাকার একটি বেসরকারী আজগর আলী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

তিনি গতকাল শনিবার নিজ বাসায় হৃদরোগ জনিত কারণে অসুস্থ হলে দ্রুত তাকে এ্যাম্বুলেন্স যোগে ঢাকা ওয়ারীতে আজগর আলী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন আছেন।

সিনহা হত্যা: পুলিশের ৪ সদস্য ফের ৪ দিনের রিমান্ডে

সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা মামলার আসামি পুলিশের চার সদস্যকে দ্বিতীয় দফায় চার দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে।

রোববার বেলা ১১টায় জেলা কারাগার থেকে তাদের জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়। এর পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য র্যাহব-১৫ কক্সবাজার ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

তারা হচ্ছেন- উপপরিদর্শক লিটন মিয়া, কনস্টেবল সাফানুর করিম, কামাল হোসেন ও আবদুল্লাহ আল মামুন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা কারাগারের সুপার মো. মোকাম্মেল হোসেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা র্যাকবের সিনিয়র এএসপি খাইরুল ইসলাম জানান, এই পুলিশ সদস্যদের অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দ্বিতীয় দফায় গত ২৪ আগস্ট রিমান্ডের আবেদন করা হয়। আদালত চার দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ তাদের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে।

এর আগে পুলিশের অপর তিন সদস্য ওসি প্রদীপ, পরিদর্শক লিয়াকত ও এএসআই নন্দদুলালকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাদের মধ্যে প্রদীপকে চার দফায় ১৫ দিন এবং লিয়াকত ও নন্দদুলাল রক্ষিতকে তিন দফায় ১৪ দিন করে রিমান্ডে নেয়া হয়।

লিয়াকত ও নন্দদুলাল ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিলেও প্রদীপ রাজি হননি। তারা সবাই এখন কারাগারে রয়েছেন। এপিবিএনের তিন সদস্যসহ এ পর্যন্ত আটজন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

সূত্র- যুগান্তর

ইউএনও ওয়াহিদার চিকিৎসায় যা করা দরকার সবই করা হবে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

গুরুতর আহত দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওয়াহিদা খানমের চিকিৎসার জন্য যখন যা করা দরকার তার সবই করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

রোববার সকালে রাজধানীর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস ও হাসপাতালে ইউএনও ওয়াহিদা খানমের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ শেষে তিনি এ কথা বলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ইউএনও ওয়াহিদা আমার সঙ্গে কথা বললেন। আমার কাছে মনে হয়েছে উনি এখন অনেকটা ভালো অবস্থায় আছেন। উনার আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে আটজন ডাক্তার আড়াই ঘণ্টা ধরে সফলতার সঙ্গে অপারেশন করেছেন। এখন রোগী অনেকাংশে ভালো আছেন। উনার ডান দিকের অংশটা এখনও অবশ আছে। ডাক্তাররা বলেছেন– ফিজিক্যাল থেরাপি দিলে ধীরে ধীরে এটা ভালো হয়ে যাবে। এ রকম একটা জটিল রোগীকে সফলতার সঙ্গে নিউরোসায়েন্স চিকিৎসা দেয়ায় আমরা গর্বিত।

প্রধানমন্ত্রী চিকিৎসার খোঁজখবর রাখছেন জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময় খোঁজখবর রাখছেন। তার চিকিৎসার প্রয়োজনে যা যা দরকার, তার সবই দেয়া হবে।

জাহিদ মালেক বলেন, অপারেশন পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা সোমবার সকালে শেষ হবে। এখনও ইনফেকশনের লক্ষণ দেখা যায়নি। দোয়া করি, ইনফেকশন যেন না হয়। আমি নিজ চোখে দেখে আসছি, রোগী সুন্দর ব্যবস্থাপনায় আছেন এবং সবকিছু ভালোভাবে চলছে। এখন রোগী যে পর্যায়ে আছে, তাতে দেশের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন হয়, তখন সেটি সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

বুধবার রাত আড়াইটার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ইউএনওর সরকারি বাসভবনে ঢুকে হামলা করে সন্ত্রাসীরা। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে এবং আঘাত করে ইউএনও ওয়াহিদাকে গুরুতর আহত করে তারা। এ সময় মেয়েকে বাঁচাতে এলে বাবা মুক্তিযোদ্ধা ওমর আলী শেখকে (৭০) জখম করে দুর্বৃত্তরা।

সূত্র- যুগান্তর

আওয়ামী লীগ সরকারের হজমশক্তি অনেক বেশি: গয়েশ্বর

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের হজমশক্তি অনেক বেশি। যে কারণে পিলখানা হত্যাসহ হাজারো ঘটনাকে তারা হজম করতে পেরেছে। কিন্তু যৌবনে এই শক্তিকে স্বাভাবিক মনে হলেও পরবর্তী জীবনে এর খেসারত দিতে হয়। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না।

শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপি কমিউনিকেশন সেল, বিএনআরসি পরিচালক ও প্রধান সমন্বয়ক সাবেক এমপি জহির উদ্দিন স্বপনের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ইতিহাস বিকৃতির অপতৎপরতা রুখতে হবে’ শীর্ষক এ সভার আয়োজন করা হয়।

গয়েশ্বর বলেন, ১৫ আগস্ট রক্তাক্ত ইতিহাসে সুবিধাভোগী হয়েছিল আওয়ামী লীগই। তখনকার ইতিহাসে ওই রক্তাক্ত সিঁড়ি বেয়ে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-এমপিরাই পরবর্তীতে ক্ষমতায় এসেছিলেন। ওই সময়ে জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর্মকর্তা ছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর তিনি সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলেছিলেন। তিনি কাউকে সমর্থন জানাননি। তিন বাহিনী প্রধান খন্দকার মোশতাকের শপথ অনুষ্ঠানে গেলেও তিনি যাননি। এরপরও বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার রাজনীতিতে তাকে হেয় করার জন্যই ওই ঘটনায় তাকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে। ইতিহাস বিকৃতি করছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেহেরপুর জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি কেএম লাল

মিয়া আর নেই

মেহেরপুরের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, মেহেরপুর জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক কে এম আতাউল হাকিম লাল মিয়া ইন্তেকাল করেছেন(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তিনি রবিবার সকালে তার নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল (৮৪)। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ৬ কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আজ বাদ আসর হোটেল বাজার জামে মসজিদে জানাজার নামাজ শেষে মেহেরপুর পৌর কবর স্থানে তাকে দাফন করা হবে। এর আগে পুলিশের একটি চৌকস দল তার প্রতি রাষ্ট্রীয় সম্মান জানাবেন।

কে এম আতাউল হাকিম লাল মিয়া মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতে কুড়ুলগাছি ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। কে এম আতাউল হাকিম লালমিয়া জীবদ্দশায় মেহেরপুরের ক্রীড়াঙ্গন থেকে শুরু করে মুক্তিযোদ্ধা এবং তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের সেবা করার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন।

তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি, মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদের সহ-সভাপতি সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

তার মৃত্যুতে বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

মোবাইল ব্যাংকিংয়ের তথ্য কী

করে পায় প্রতারকরা?

মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে নিজের অ্যাকাউন্টে ক্যাশ ইন করে দ্রুতই বাসায় ফেরেন মোহাম্মদপুরের এক বাসিন্দা। এর পর থেকে শুরু হয় একের পর এক নাটকীয়তা। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের এজেন্ট পরিচয়ে ফোনে পলাশ নামের ওই ব্যক্তিকে জানানো হয়, জাল টাকা লেনদেনের অভিযোগে তাঁর অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হয়েছে। তবে ব্লক খুলতে চাইলে ৩০ সেকেন্ডে বলতে হবে মোবাইলে পাঠানো কোড নম্বর। একই সঙ্গে ওই নম্বরে পাঠাতে হবে ১০ হাজার টাকা।

এভাবে ধাপে ধাপে পলাশের কাছ থেকে ১১ হাজার ২০৬ টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারকরা। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে এ ঘটনার সূত্রপাত মোহাম্মদপুর শিয়া মসজিদ এলাকার এক মোবাইল ব্যাংকিংয়ের এজেন্টের দোকানে। কিন্তু আম্মাজান টেলিটক নামের ওই দোকানের মালিক ঘটনা সম্পর্কে বলেন, ‘আমি এ বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানি না। হ্যাকাররা এমন করতে পারে।’ তবে ভুক্তভোগীদের প্রশ্ন, এজেন্টদের তথ্য কী করে এত সহজে প্রতারকরা পেয়ে যায়।

র্যাব সূত্র জানায়, গত মাসে এ ধরনের প্রতারণায় জড়িত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রতারকরা একের পর এক কৌশলে কাজটি করে থাকে। এ কারণে অনেক বিচক্ষণ লোকও বোকা বনে যায়।

পলাশ জানান, ওই এজেন্ট থেকে নিজের অ্যাকাউন্টে এক হাজার টাকা ভরেন তিনি। যথারীতি ক্যাশ ইনের মেসেজ আসে। এরপর এজেন্ট পরিচয়ে ০১৮১৯-৭৭৪৭৬১ নম্বর থেকে ফোন করে জানানো হয়, ওই দোকান থেকে এক নারী নিজ অ্যাকাউন্টে ১৫ হাজার টাকা পাঠিয়ে জাল টাকা দিয়ে গেছেন, কিন্তু দোকানির ভাই ভুলে খাতার ওপরের দিকে থাকা পলাশের নম্বরটির বিষয়ে অফিসে অভিযোগ করেছেন। তাই তাঁর আইডি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন অফিস থেকে ০১৬ দিয়ে শুরু হওয়া একটি নম্বর থেকে তাঁর মোবাইলে কল যাবে এবং তখন যা যা করতে বলে তাই তাঁকে করতে হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই +১৬২৪৭ নম্বর থেকে কল আসে পলাশের নম্বরে। পরে লাইন কেটে যায়। এরপর ০১৬০১-৯৬৪৫৮২ নম্বর থেকে কল করে জানানো হয়, একটি কোড নম্বর মোবাইলে যাবে, যা ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে বলতে হবে। ওই কোড বলার পর লাইনে থাকা অবস্থায়ই ১০ হাজার টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে ঢোকাতে হবে। এরপর ওই নম্বরে টানা ৩৬ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড কথা বলার পর পলাশ তাদের কথামতো টাকা পাঠানোর পর দেখেন,

তাঁর অ্যাকাউন্ট এবার সত্যি সত্যি বন্ধ হয়ে গেছে। কিছু সময় পর আবার ওই দোকানি পরিচয়ে ফোন করে জানায়, তাঁরা প্রতারণার শিকার হয়েছেন। তাঁদের অনেক টাকা হাতিয়ে নিয়েছে প্রতারকচক্র। দোকানি পরিচয় দেওয়া সেই মোবাইল নম্বরটিও এখন বন্ধ।

আম্মাজান টেলিকমের মালিক রিপন কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘হ্যাকাররা কেমনে নম্বর পেয়ে যায়, বুঝি না। আমরা কাদের সঙ্গে লেনদেন করছি, কত টাকা পাঠাচ্ছি, সব তথ্য তারা পেয়ে যায়। পরে আমাদের পরিচয় দিয়ে কাস্টমারের সঙ্গে প্রতারণা করে টাকা হাতিয়ে নেয়।’ তিনি নিজেই এমনটা করেছেন কি না, জানতে চাইলে রিপন বলেন, ‘যে নম্বর থেকে রিং দেওয়া হয়েছে সেই নম্বরের খবর নিলেই তো সত্য জানা যাবে। তাই আপনার যা মন চায় করেন।’

এ সম্পর্কে বিকাশের কমিউনিকেশন বিভাগের প্রধান সামসুদ্দিন হায়দার ডালিম কালের কণ্ঠকে বলেন, কে কত লেনদেন করছে, এটা আসলে হ্যাকারদের জানার বিষয় নয়। এজেন্টের আশপাশে কিছু লোক ঘোরাঘুরি করে। তারা কখন কার অ্যাকাউন্টে টাকা গেল-এলো সেই খবর রাখে। এজেন্ট পয়েন্টে যখন কেউ টাকা দেয় তখন একটু গোপনে দেওয়া গেলে হয়তো সমস্যা থেকে বাঁচা যেত। কোনোভাবেই নিজের পিন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দেওয়া যাবে না। প্রতারণা করে টাকা হাতিয়ে নিলে কিছুই করার থাকে না।

সূত্র- কালের কন্ঠ

আজ বসছে সংসদের নবম অধিবেশন

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও আজ রবিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বসছে জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশন।

সকাল ১১টায় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হবে। অধিবেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। কারণ নতুন করে আরো একজন সংসদ সদস্যের (এমপি) করোনা শনাক্ত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, আজ অধিবেশনের শুরুতেই চলতি সংসদের সদস্য মো. ইসরাফিল আলমের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব উত্থাপন ও তা নিয়ে আলোচনা হবে। পরে অধিবেশন মুলতবি করা হবে। চলতি অধিবেশনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাসের কথা রয়েছে। বর্তমানে ১৪টি বিল সংসদে পাসের অপেক্ষায় রয়েছে। তবে স্বল্প সময়ের এই অধিবেশনে বিলগুলো পাস করা কঠিন হবে। কারণ বিগত দুটি অধিবেশনের মতো এই অধিবেশন সংক্ষিপ্ত হবে। যা সর্বোচ্চ পাঁচ দিন চলতে পারে।

সংসদ সচিবালয় সূত্র জানায়, করোনা পরিস্থিতিতে যেকোনো ধরনের ঝুঁকি এড়াতে সংসদ সদস্য ও সংসদ ভবন এলাকায় দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অধিবেশনে দায়িত্ব পালনকারী সবাইকে নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে করোনা নেগেটিভ নিশ্চিত করা হয়েছে। সংসদে যোগদানকারী সংসদ সদস্যদেরও নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে খুলনা-৬ আসনের সংসদ সদস্য আক্তারুজ্জামান বাবুর করোনা পজিটিভ এসেছে। তিনি বর্তমানে খুলনায় নিজ বাসায় চিকিৎসাধীন।

সূত্র- কালের কন্ঠ

সমর্থকদের ২ বার করে ভোট দিতে বললেন ট্রাম্প

সমর্থকদের দু’বার করে ভোট দিতে বলছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একবার ডাকযোগে আর একবার সশরীরে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে। উত্তর ক্যারোলাইনার উইলমিংটনে গিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তাদের কথা মতো ব্যবস্থাপনা যদি এতই ভাল হয়, তাহলে সশরীরে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটই দিতে পারবেন না কেউ।’

শুরু থেকেই ডাকযোগে ভোটের বিরোধিতা করে গেছেন ট্রাম্প। প্রমাণ ছাড়াই তার অভিযোগ, মেইল ইন ব্যালটে ভোট হলে জালিয়াতি করার সুযোগ পাবে ডেমোক্র্যাটরা!। পেনসিলভ্যানিয়ার ল্যাট্রোবে গিয়ে তিনি বলেন, নিশ্চিৎ করতে হবে, আপনার ভোটটি যাতে গোনা হয়। কারণ

একমাত্র জালিয়াতি করেই তারা আমাদের হারাতে পারবে। একবারের বেশি ভোট দান যুক্তরাষ্ট্রে বেআইনি। শুধু তাই নয়, এই কাজে মদত দেওয়ারও উত্তর ক্যারোলাইনার মতো রাজ্যে গুরুতর অপরাধ!

নর্থ ক্যারোলিনার অ্যাটর্নি জেনারেল জশ স্টেইন বলেন, প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে আইন ভাঙার কথা বলছেন ট্রাম্প। টুইটারে স্টেইন লেখেন, অবশ্যই ভোট দিন। তবে দু’বার না। আমার হাতে যা ক্ষমতা আছে, তা দিয়ে নভেম্বরে সাধারণ মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত করার চেষ্টা করব আমি। এত বিতর্কের মাঝেও নিজের বক্তব্যে অনড় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি টুইটে বলছেন, ডাকযোগে ভোট দেওয়ার পর সোজা বুথ কেন্দ্রে ভোট দিতে পৌঁছে যাবেন।

ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কনভেনশনের ডিরেক্টর রেইনা ওয়াল্টার্স-মরগ্যান বলেন, স্পষ্ট করে দিতে চাই, ডাকযোগে ভোট একেবারে নিরাপদ। সুরক্ষিত উপায়েই ভোট দিতে পারবেন নাগরিকেরা। ট্রাম্পের উচিত, গোটা প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করে তোলা। কঠিন করা তোলা নয়।

উত্তর ক্যারোলাইনার বোর্ড অফ ইলেকশনের মুখপাত্র প্যাট্রিক গ্যানন বলছেন, ‘দু’বার ভোটদান সম্ভব নয়। প্রথমত, এটা বড় অপরাধ। দ্বিতীয়ত, ব্যালট ডাকযোগে আমাদের হাতে এসে পৌঁছানোর আগেই যদি কেউ বুথে গিয়ে ভোট দেন, তাহলেই ওই ভোটটিই গোনা হবে। ব্যালট পরে এসে পৌঁছালেও তা বাতিল হয়ে যাবে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন